Tell It Out

The Monthly Newsletter of the Diocese of Barrackpore, CNI

Volume 31 | For private circulation only | • Estd. 1951 • | May 2023

বিশপের পত্র ।। প্রতিহিংসা ত্যাগ করে খৃষ্টীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা হোক ।।

সকলকে নমস্কার জয় যীশু

বারাকপুর ডায়োসিসের প্রিয় সভ্যা-সভ্যাগণ ইব্রীয় পুস্তকের ১৩ঃ১৭ পদে লেখক বলেছেন - **"তোমাদের নেতাদের কথা মেনে চলো এবং তাদের বাধ্য হয়ো, কারণ যারা ইশ্বরের কাছে হিসাব দেবেন সেই রকম লোক হিসাবেই তো তাঁরা তোমাদের দেখাশোনা করেন"**

আসুন এই পদটি নিয়ে আমরা চিন্তা ও ধ্যান করি। আমাদের ডায়োসিস ধর্ম প্রদেশ অনেক বড়। অনেক মন্ডলী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত। গ্রাম শহর মফস্বল বিভিন্ন বৈচিত্রের মধ্যে আছে একতা। আমাদের ডায়োসিস পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কমিটি ও নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এইসব নেতৃত্বদের মধ্যে নানারকম ভিন্নতা, ভেদ, প্রভেদ আছে তেমনি ভালো-মন্দ বিষয় মাঝে মাঝে দেখা দেয়। এই কারণে ডায়োসিস অভ্যন্তরে নানারকম ছোটো-বড় তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয় যা অনভিপ্রেত এবং দুঃখজনক। বিগত দিনের বিতর্কিত বিষয় বর্তমানে সামনে টেনে আনবেন না।

আমি ডায়োসিসের বিশপ রূপে সকল সভ্য-সভ্যাদের কাছে দায়বদ্ধ যেন খৃষ্টীয় আদর্শ, ভাতৃত্ব, শিক্ষা, নীতি, ঐক্যতা, শান্তির বাতাবরণ সদা-সর্বদা বিরাজ রাখি। আমরা অনেক ভালো ভালো ডায়োসিসের উন্নয়ণমুখী কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ করেছি তেমনি কাজ করতে গেলেই অনেকেই অনেক সমালোচনা করেছেন ডায়োসিস নেতৃত্বের প্রতি। আমার আবেদন আপনারা সমালোচনা করুন কিন্তু মিথ্যা যেনা ও তথ্য তুলে ধরে বিতর্কের জন্ম দেবেন না।

আমাদের পালক - পুরোহিতেরাই আমাদের সমালোচনার সহজ লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হন। প্রত্যেক সপ্তায় তাঁরা মন্ডলীর সামনে দাঁড়ায়। সতর্কভাবে ইশ্বরের বাক্য ব্যাখা করেন। তাঁরা আমাদের খৃষ্টীয় জীবনের ব্যাপারে আহ্বান জানান। তাঁরা অসুস্থদের দেখতে যান এবং দুঃখার্তদের সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। তারপরও আমরা মাঝে মাঝে সমালোচনা করি। হয়তো তিনি আমাদের বাড়ীতে আসেননি কিংবা তিনি আমাদের প্রিয় পদটি উপরে প্রচার করেননি। আমরা পালকের ভালো কাজগুলোকে না দেখে বরং আমাদের বক্তিগত মত সমূহের উপরে দৃষ্টি দিই।

আমাদের সকলের মত পালকও একজন মানুষ। তিনি খুঁতহীন নন। আমি বলছিনা আমাদের উচিত পালকদের সমালোচনা অথবা প্রশংসা করা। বরং চিন্তা-ভাবনাপূর্বক আমরা তাঁর দেওয়া বাইবেলীয় উপদেশ গুলো মেনে চলবো। মন্ডীর পরিচালক ও নেতারা সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন। সকল স্তরের নেতৃবৃন্দের কাছে আমার অনুরোধ দাতেঁর বদলে দাঁত নয় - কিন্তু খৃষ্টীয় ভালোবাসা, প্রেম, ক্ষমা - শান্তি, ঐক্য ও একে অন্যকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ডায়োসিসের সার্বিক উন্নয়ণ সম্ভব তাই আরো একবার সকল সভ্য-সভ্যাগণের প্রতি আমার আবেদন ধৈর্য সহকারে আপনারা আপনাদের সুপরামর্শ আমাকে দিন। সহযোগিতা বিগত দিনগুলোতে যেভাবে করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

আপনাদের মঙ্গল হোক

আপনাদের সেবক

বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী

বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপ

চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়।। ডায়োসিসের উন্নয়ণে সহযাত্রী হন

মাননীয় ডায়োসিসের সভ্য-সভ্যাগণ,

প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে আপনাদের শুভেচ্ছা নমস্কার সম্মান ও প্রনাম জানাই। ডায়োসিসের জীবনে আমরা সকলে সহযাত্রী। আসুন ডায়োসিসের উন্নয়ণে আমরা সকলে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব ভুলে নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করি ও তাকে সফল করতে এগিয়ে আসি। আপনাদের সুপরামর্শ প্রার্থনা সহযোগীতা সাহায্য একান্তভাবে প্রার্থনা করি। আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ডায়োসিসের সকল প্রকার উন্নয়ণ সম্ভব নয়। সারাটি বছর আপনাদের জীবনে সুখ-শান্তি-সুসাস্থ্য সমৃদ্ধপূর্ণ হোক এই কামনা করি। আপনাদের মঙ্গল হোক।

খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে

সুকল্যাণ হালদার

সম্পাদক, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল

বারাকপুর ডায়োসিসের চিন্তন শিবির

বারাকপুর ডায়োসিসের জীবনে আর এক নূতন নেতৃত্ব বিকাশের নবতম সংযোজন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ১২ই সে দমদম সেন্ট স্টিফেন'স স্কুলের উইলিয়ম কেরী হলে চিন্তন শিবির। শুরুর পূর্বে নব কলেবরে ডায়োসিসের অধীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সেন্ট স্টিফেন'স ভি. টি. সি হোস্টেল আমূল সংস্কার করে নবরূপে সজ্জিত বিল্ডিং এর শুভ উদ্বোধন করেন ডায়োসিসের কর্মকর্তাগণ সহ তিনজন বিশপ এবং বিশেষ অতিথি

কর্ণেল শ্রী নভেন্দ্র সিং পাল, জয়েন্ট কমিশনার কোলকাতা পুলিশ।

শিবিরে প্রাক্তন বিশপ ব্রজেন মালাকার সহ একাধিক প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ সহ অর্ধশতাধিক প্রাক্তন কার্যকারী সমিতির সদস্য। সদস্যাগণদের বার্ধক্য জনিত নানান সমস্যাকে তুচ্ছ করে তারা উপস্থিত হয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন তা ডায়োসিস আগামী দিন মনে রাখবে। বর্তমান নেতৃত্ব যে শুভ প্রচেষ্টা ও অসাধারণ সাহসিকতার উদ্যোগ তথা একেবারে সামনে থেকে সেনাপতির ভূমিকা পালন করলেন বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয়। সত্যিই সাহস আছে, সমালোচকরা বলছিলেন - বাঘের দেশের ছেলে তো বুকের পাটা আছে। তার নিরলস ঐক্য নির্মাণে যে কর্মসূচী নিয়ে চলেছেন তা এক কথায় তারিফ করতেই হবে। সবাইকে পাশে থাকতেই হবে। সবাইকে সঙ্গে থাকতেই হবে। আর বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং কি অসাধারন বক্তব্য রাখেন। সি. এন. আই. এর ইতিহাস উল্লেখ করতে করতে কত গভীর চিত্রাকর্ষক চিন্তাদর্শ দার্শনিক চিন্তাভাবনা বৃহত্তর পূর্বভারতের মহান ঐক্য সাক্ষ্য আমাদের নবজাগরণ ও তার উন্মেষ ঘটবে। স্লাইড শোয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের তথ্যাচিত পরিবেশিত হয়। এত অল্প দিনে এত অসম্ভব দুঃসাহসিকতার কাজ ধারাবাহিকভাবে করে চলেছেন চিন্তন শিবির তারই একটা নবতম পালক। নেতৃত্ব একদিন থাকবেনা ব্যক্তি একদিন থাকবে না কিন্তু বিবেকানন্দের ভাষায় তাদের কাজের এক একটা দাগ থেকে যাবে। থেকে যাবে ডায়োসিস থেকে যাবে সুমহান ইশ্বরের পরম রাজত্ব।

সান্ডে স্কুল সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং

গত ১ তারিখে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উৎসাহ ও উদ্যেগে সান্ডে স্কুল সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হলো বিশপ লজের প্যারিশ হলে। মাননীয় বিশপ ডায়োসিসের সান্ডে স্কুল সেন্ট্রাল কমিটির সভ্য - সভ্যাদের শুভেচ্ছা জানান ও নূতন নূতন সান্ডে স্কুল টিচারদের সুযোগ দেওয়া আগামী দিনের জন্য। এছাড়া সান্ডে স্কুলে সিলেবাসের বাইরে অন্যান্য এক্টিভিটি যেমন নাচ, গান, মিউজিক, আঁকা, ক্যারাটে শিখানোর ব্যবস্থা করা ও ডায়োসিস জুড়ে নতুন নতুন কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ দেন সেইসাথে উৎসাহিত করেন।

বেথলেহেম চার্চের ৪৫ তম ডেডিকেশন ডে পালন

গত ১লা মে দমদম পাস্টোরেটের অধীন বেথলেহেম চার্চের ৪৫ তম ডেডিকেশন ডে পালন করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যার ৫ টার সময় ধন্যবাদের উপাসনায় মহামান্য বিশপ রাইট রেভারেন্ড সুব্রত চক্রবর্তী ও ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত রেভারেন্ড অরবিন্দ মন্ডল বেথলেহেম মন্ডলীর সকল ভক্তবৃন্দরপক্ষে ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুন্দর ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য মাননীয় বিশপ প্রশংসা করেন।

ক্লার্জি চ্যাপ্টার অনুষ্ঠিত হল

বারাকপুর ডায়োসিসের ক্লার্জি চ্যাপ্টার অনুষ্ঠিত হল ২রা মে সেন্ট বারথলোমেয় ক্যাথিড্রালে। সকাল ১০ টার সময় গান ও প্রার্থনার মাধ্যমে শুরু হয়। মাননীয় বিশপ রাইট রেভারেন্ড সুব্রত চক্রবর্তী মূল্যবান ও উৎসাহব্যাঞ্জক প্রভুর বাক্য প্রচার করেন। তিনি ক্লার্জিদের কাজের প্রশংসা করেন ও আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহনের জন্য আবেদন করেন। ডায়োসিসের উন্নয়ণকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনার বিষয়ে তুলে ধরেন।

সি. এম. এস. সেন্ট জন'স ডে পালিত হল কৃষ্ণনগরে

গত ৬ তারিখে সেন্ট জন'স চার্চ কৃষ্ণনগরের ডেডিকেশন ডে পালিত হল। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের উপাসনায় মাননীয় বিশপ তাৎপর্যময় খৃষ্টীয় উপদেশ দেন ও প্রভুর বাক্য প্রচার করেন। উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জোনের সকল পুরোহিতগণ, ডায়োসিসের অফিস বেয়ারারস ও অতিথিদের উপস্থিতিতে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বহরমপুর পাস্টোরেটে সেন্ট জন'স ডে পালন

গত ৬ তারিখে বহরমপুর পাস্টোরেটের সেন্ট জন'স চার্চের ডেডিকেশন ডে পালিত হল। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাননীয় বিশপ অত্যন্ত শিক্ষনীয় ও উদ্দীপক প্রভুর বাক্য প্রচার করে উপস্থিত উপাসকগণকে মুগ্ধ করে দেন ও পবিত্র প্রভুর বাক্য প্রচার করেন। জিয়াগঞ্জে রবিবার সকালে প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন ও SSS Jiagange -র Teaching & Non Teaching Staff দের সাথে মিটিং করেন।

নদীয়া ডীনারীর কিশোর কিশোরী সম্মেলন

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপ রূপে দায়িত্ব নেবার পর থেকে ডায়োসিসের উন্নয়ণে নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে সার্বিক উন্নয়ণকে তরান্বিত করেছেন তাঁর কর্মকুশলতার মাধ্যমে। সম্প্রতি তাঁর একান্ত ইচ্ছায় এবং সুপরিচালনায় এ বিশেষ উদ্যোগে ক্লাস ফাইভ থেকে নাইন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের চার্চ ওরিয়েন্টেড ও ডায়োসিস লাভার্স রূপে গড়ে তোলার জন্য গত ১৩-১৪ মে দুইদিন ব্যাপি আবাসিক ভাবে বিভিন্ন শিক্ষা সঙ্গীত খৃষ্টীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল।

১৩ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে প্রারম্ভিক প্রার্থনা করেন রেভারেন্ড সুবীর বিশ্বাস। শুভ উদ্বোধনের প্রদীপ প্রজ্বলন করেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ও অন্যান্য পুরোহিতগণ। নৃত্য পরিবেশন করেন অঙ্কিতা নস্কর। পবিত্র বাইবেল পাঠ করেন রেভারেন্ড ডেভিড রায়। মাননীয় বিশপ স্বাগত বক্তব্য দেন ও অনুষ্ঠানকে শুভেচ্ছা জানান ডায়োসিসের মাননীয় সেক্রেটারী শ্রী সুকল্যান হালদার। স্থানীয় পাস্টোরেট কমিটি স্বাগত শুভেচ্ছা জানান অতিথিগণদের। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন মহিলা সমিতির মায়েরা। দুইদিন ব্যাপি ৮টি দলে ভাগ করে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ করতে হয় - ড্রয়িং কম্পিটিশন, গেমস এন্ড স্পোর্টস এন্ড ট্রেজার হান্ট, গ্রুপ সঙ কম্পিটিশন, ড্যান্স কম্পিটিশন। রাত্রীকালীন ডিভোশন নেন রেভারেন্ড শুভ্র মন্ডল। ১৪ তারিখে সকালে যোগাসন, প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন মাননীয় বিশপ এবং তিনি ছাত্রছাত্রীদের জীবনে যাতে ঈশ্বরীয় আশীর্বাদে আলোকিত হয় তার জন্য শিক্ষনীয় এবং উৎসাহমূলক উপদেশ দেন তারপরে ট্যালেন্ট হান্ট, গেমস এন্ড স্পোর্টস, চিল্ড্রেন বাইবেল স্টাডি, ড্রয়িং, ক্লে মডেল, কুকিং ক্লাস, এরপরে অন্যান্য অনুষ্ঠানের পরে শেষ হয় সার্টিফিকেট ও প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হয়। দুপুরের আহারের পরে কিশোর কিশোরী সম্মেলন শেষ হয়।

পঞ্চাশ সপ্তমীর উপাসনায় বিশপ

গত ২৮ তারিখে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী পঞ্চাশ সপ্তমীর উপাসনা উপলক্ষে কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেটের ডাঙ্গাপাড়া ইমানুয়েল চার্চে উপাসনাতে যোগ দেন। সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত গান প্রার্থনা ও বিশপ মশাইয়ের প্রানবন্ত উপদেশে সকলে আত্মায় উদ্দীপিত হন। দুপুরের ফেলোশিপ লাঞ্চের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ইভানজেলিস্টদের রিট্রিট অনুষ্ঠিত হলো

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ডায়োসিসের মান্ডলীক পরিচর্যার উন্নয়ণকল্পে ইভানজেলিস্ট ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার জন্য অনেক সুযোগ দিয়েছেন পরিচর্যার ক্ষেত্রে এই উপলক্ষে গত ১৭-২০ তারিখে পর্যন্ত ক্যানিং সেন্ট গাব্রিয়েল চার্চ ক্যাম্পাসে রিট্রিট প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো। ১৫ জন ইভানজেলিস্ট যোগ দিয়েছিলেন।

১৭ তারিখে মাননীয় বিশপের উপস্থিতি মরনিং ডিভোশনের মাধ্যমে শুরু হয়। প্রথম অধিবেশন নেন রেভারেন্ড মীরণ কুমার মন্ডল তাঁর বক্তব্য ছিল - গুড শেফার্ড বিষয়ে কিভাবে কাজ করতে হবে।

১৮ তারিখে মরনিং ডিভোশন নেন রেভারেন্ড গৌতম মন্ডল। রেভারেন্ড ড.সুরোজিত সরকার পরবর্তী অধিবেশন নেন তিনি বলেন - পাস্টোরাল হ্যান্ডবুক এবং সি এন আই সংবিধান বিষয়ে।

১৯ তারিখে মরনিং ডিভোশন নেন ইভানজেলিস্ট মিঠুন চক্রবর্তী। পরবর্তী অধিবেশনে যোগ দেন বিশপ ড.পরিতোষ ক্যানিং এবং বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী তার সি এন আই সংবিধান এবং সি এন আই এর ঐতিহ্য - পরম্পরা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

২০ তারিখে মরনিং ডিভোশন নেন ইভানজেলিস্ট মিঠুন চক্রবর্তী। পরবর্তী অধিবেশনে রেভারেন্ড বিশ্বরূপ চ্যাটার্জী বলেন - লিটার্জী ও উপাসনা পদ্ধতি বিষয়। এরপরে ইভানজেলিস্টগণ ধন্যবাদ জানান ডায়োসিসান পরিচালনা সমিতি ও মাননীয় বিশপ মশাইকে।

ডিকোন অর্ডিনেশন

গত ২১ তারিখে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে ও সুপরিকল্পনায় ডিকোন অর্ডিনেশন অনুষ্ঠিত হয় ক্যানিং সেন্ট গাব্রিয়েল চার্চে। মাননীয় বিশপ ঐদিন অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশে বলেন কিভাবে পরিচর্য্যা করতে হবে মন্ডলীতে এবং একজন পরিচর্য্যাকারী নবীন পুরোহিতদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে।

মাননীয় বিশপ ঐদিন ডিকোন পদে অভিষেক দান করেন দুইজনকে - ১) ইভানজেলিস্ট মিস অতিথি হালদার ও ২) ইভানজেলিস্ট মৃদাঙ্কর মন্ডলকে।

গোসাবা পাস্টোরেটে নতুন অফিস উদ্বোধন

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে এ পরিচালনায় গোসাবা পাস্টোরেটে নতুন পাস্টোরেট অফিস উদ্বোধন করেন গত ১৬ ই মে।

কিশোর কিশোরী সম্মেলন ক্যানিং জোন

বারাকপুর ডায়োসিসের মহামান্য বিশপ রাইট. রেভা. সুব্রত চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় ও উৎসাহে ক্যানিং সেন্ট. গাব্রিয়েল মন্ডলীতে অনুষ্ঠিত হলো দুদিনের কিশোর কিশোরী সম্মেলন। গত ২০-২১ তারিখে ও অভিভাবক এই সম্মেলনে যোগদান করেন ২৪ পরগনার ডিনারির ১৬ টি pastorate এর কিশোর কিশোরী রা। প্রায় ১৮৩ জন ও গেস্ট মিলে ২৯৫ জন কিশোর কিশোরী এই সম্মেলনে যোগদান করে।

২০.০৫.২০২৩ সকাল ১০ টায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বারাকপুর ডায়োসিসের মহামান্য বিশপ রাইট. রেভা. সুব্রত চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন গুরুমা শ্রীমতী ফ্লোরেন্স সুপ্রিয়া চক্রবর্তী, ডায়োসিসান Sunday School কমিটির প্রতিনিধি শ্রীমতী তনুশ্রী হালদার, ডায়োসিসের ভাইস প্রেসিডেন্ট রেভা. ডক. সুরজিৎ সরকার, সেক্রেটারি মিস্টার সুকল্যান হালদার, ডায়োসিসান এক্সিকিউটিভ মেম্বার মিস্টার কল্যাণ দাস, ট্রেজারার মি. মনজুর হালদার, রেভা. মিরন কুমার মন্ডল, রেভে. বিশ্বরূপ চ্যাটার্জি, রেভা. সৌমেন মন্ডল, রেভা. স্বপন মন্ডল স্থানীয় সেন্ট gabriel স্কুল এর প্রধান শিক্ষক মিস্টার রাজেশ ডেযি, ক্যানিং সেন্ট. Stephen's School এর প্রিন্সিপাল মিস্টার জেমস দেব কুমার ঘটক স্থানীয় মন্ডলীর সম্পাদকবৃন্দ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়, এই অনুষ্ঠানের মধ্যে নাচ, গান শেখানো হয় তারপর অঙ্কন প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রতিযোগীতা, সঙ্গীত প্রতিযোগীতা, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং দুপুরের আহারের পর বিকালের দিকে খেলা ধুলার মধ্যে দিয়ে সারাদিন কাটায়। সারাদিনের এই অনুষ্ঠানে সর্বদা আমাদের বিশপ মহাশয় নিজে উপস্থিত থেকে তা পরিচালনা করতে সহযোগীতা করেন।

পরদিন সকালে যোগ ব্যায়াম প্রাক্টিসের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর গুরুমা শ্রীমতী অঞ্জনা নস্কর এর ক্লাস এর মধ্যে দিয়ে বাচ্চারা অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করে এইভাবে মধ্যাহ্নে ভোজের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

স্টুয়ার্ডশিপ পোগ্রাম

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় গত ১৫ ও ১৬ তারিখে দুইদিন যাবত স্টুয়ার্ডশিপ পোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো গোসাবা পাস্টোরেটের তিনটি পালকীয় অঞ্চলের মন্ডলীতে। সকল বিশ্বাসীবর্গের গৃহেতে ডায়োসিস থেকে আগত পুরোহিতগণ প্রতিটি বাড়ী ভিজিট করেন ও গান ও প্রার্থনার মাধ্যমে আর্শীবাদ করেন। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিশপ তিনি প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন এবং গোসাবা পালকীয় অঞ্চলের পুরোহিতের অফিসঘর যা লেডি হ্যামিলটনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বানানো তা প্রভুর কাছে উৎসর্গ করেন।

আমাদের কেওড়াপুকুর পাস্টোরেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।। জনসন সন্দীপ

বৃটিশ শাসনপর্বের বহু পূর্ব থেকে এই খালপথ ছিল নিম্নগাঙ্গেয় জনজীবনের একমাত্র লাইফ লাইন। এমন কি বৃটিশ রাজত্বের ১৫০ বছরের ইতিহাসেও খাল পথের গুরুত্ব উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। কেবল লোক চলাচলের জন্য নয়, ব-দ্বীপ অঞ্চলের সঙ্গে কলকাতা শহরের রপ্তানী ও আমদানি বানিজ্যও একান্তভাবেই নির্ভর ছিল খালপথের উপর। স্বভাবতই একাধিক নদী এবং খালের উপর নির্ভর করে অসম ও অবিভক্ত বাংলার সঙ্গে কলকাতা কেন্দ্রিক জলপথ গড়ে ওঠে। এই জলপথের সরকারি নাম ছিল সার্কুলার ও প্রাচ্য খালমন্ডল ।

শহর কলকাতার খালপথের অন্তর্ভুক্ত ছিল - টালির নালা ও তার প্রধান শাখা কেওড়াপুকুর খাল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্যতম প্রাচীন জনপদ মগরাহাট থেকে প্রায় ২০ মাইল লম্বা একটা শাখা খাল টালিগঞ্জের রসার কাছে টালি নালায় এসে মিশেছে। এটি কেওড়াপুকুর খাল নামে নিম্নবঙ্গের অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। বৃটিশপর্বে এই অতি প্রশাস্ত (৪০ ফুট) খালের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে চাল, সব্জি, মাছ, ফল ইত্যাদি পৌছে যেত শহর কলকাতায় এবং চেতলা বাজারে ও পূর্ব পাড়ে থাকা টালিগঞ্জ বাজারে।

কেওড়াপুকুর খাল থেকে দুই পাশে প্রায় চার মাইল বিস্তৃত জনপদের জীবন জীবিকাকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল এই প্রশস্ত খালপথ। বস্তুত নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে মানুষের বসবাস ছিল দ্বীপখন্ড গুলিতে। যেহেতু নদীর জলে পুষ্ট বেশিরভাগ জলাভূমি, তাই উচু জমি ছিল জল - জঙ্গলে পরিপূর্ণ যা বৃটিশ পর্বে হাসিল হয়ে মনুষ্যবসতি উপযোগি হয়ে ওঠে। প্রকৃত পক্ষে কলকাতার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সুন্দরবন অবধি সমগ্র অঞ্চলটি একটি বিস্তৃত দিগন্ত ধানক্ষেত্র ভূমি রূপে বর্ণিত হয় সরকারি নথিপত্র।

১৮১৬ খৃঃ লন্ডন মিশনারী সোসাইটি ৪৩ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে উপাসনা ও মিশন কাজ করতো পরবর্তীতে ১৮২১ খৃঃ ইউনিয়ন চ্যাপেল নামক গীর্জা তৈরী করে বর্তমান ঠিকানা ১৩৭ নম্বর লেনিন সরণী। Rev. Henry Townley প্রথম পুরোহিত রূপে যোগ দেন। এরপরে Rev. Boaz (1838 - 58) আসেন। রেভারেন্ড হেনরী টওনলে (Rev. Henry Townley) টালিগঞ্জে মিশন কাজ শুরু করেন এবং এইখানে তিনি কেওড়াপুকুর ও সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। তাঁকে সাহায্য করেন রেভারেন্ড জেমস কীথ (James Keith) রেভারেন্ড জে. ডি. পিয়ারসন (Rev. J. D. Pearson)। অন্যান্য মিশনারী সংস্থা Spen ও BMSদের সাথে মত পার্থক্যর জন্য LMS মিশন টালিগঞ্জ মিশন কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়ে কেওড়াপুকুর অনেক জমি কিনে মিশন কেন্দ্র তৈরী করে সুন্দরবন দ্বীপ অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম প্রচার সহ অন্যান্য মিশনারী কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। চার মাইল জুড়ে গড়ে ওঠা কেওড়াপুকুর অঞ্চল বানিজ্যিক কারণে অত্যন্ত জনপ্রিয় অঞ্চল রূপে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই কাওড়াপুকুর অঞ্চলে থেকে অতি সহজে সুন্দরবনের যে কোন অঞ্চলে যাওয়া যেত জলপথের মাধ্যমে। তাই ভবানীপুর গড়ে ওঠা লন্ডন মিশনারী সোসাইটির নতুন মিশন কেন্দ্র থেকে এইসব অঞ্চলে LMS মিশনারীগণ ১৮১৬ খৃঃ থেকে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে শুরু করে। রেভারেন্ড ট্রয়িন, রেভারেন্ড পিকার্ড, রেভারেন্ড ওয়ার্ডেন, রেভারেন্ড পিয়ারসন ও অন্যান্য মহিলা মিশনারী এবং তাদের মাধ্যমেই কেওড়াপুকুর মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তারা মাঝে মাঝে চেতলা হাটেও যেতেন খৃষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য। LMS মিশনারীদের প্রচার শুনে কেওড়াপুকুর অঞ্চলের অনেকেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টধর্মপ্রচারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবেই LMS মিশনারীগণ কেওড়াপুকুরে জমি কেনে এবং স্থানীয় অঞ্চলে শিক্ষা, সেবা, সমান উন্নয়ণে বিভিন্ন ধরনের মিশন কাজ চালাতে থাকে। যেমন - ক) স্ত্রী শিক্ষার উন্নয়ণে কেওড়াপুকুর গার্লস স্কুল এবং ভিলেজ উমেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল তৈরী করেছিল। খ) পুরুষ শিক্ষার উন্নয়ণে কেওড়াপুকুর বয়েজ এম. ই স্কুল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল তৈরী করে। গ) জেনানা ওয়ার্ক - বিধবাদের জন্য ও অনাথ কন্যাদের জন্য 'ভিলেজ হোম' তৈরী করে। ঘ) বাইবেল ওয়ার্ক - দক্ষিণের গ্রামগুলিতে বাইবেল ওয়ার্ক অর্থাৎ খৃষ্টপ্রচার চালানো হতো। ঙ) বাগেশ্বর হাউস - বাগেশ্বর মিশনকাজ পারিচালনা করার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়। জ) কৃষি উন্নয়ণ স্থানীয় কৃষক সমাজের জন্য কেওড়াপুকুর এগ্রিকালচার স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ছ) কেওড়াপুকুর ডিসপেনসারী - কেওড়াপুকুর ও সন্নিহিত অঞ্চলে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে গ্রাম মেডিক্যাল স্টিফেন্স চালু করে। স্ত্রী পুরুষ শিশুদের চিকিৎসাজনিত আধুনিক উন্নত পরিষেবা দেওয়া হতো। মিস উইলিয়ম ও সাহায্যকারী মিস মিলার বিশেষ স্মরণীয় মেডিক্যাল মিশনারী ছিলেন।

কেওড়াপুকুর, রামজী মেমোরিয়াল চার্চ রামমাখাল চেক, রাঘবপুর বাগেশ্বর এই চারটি LMS মন্ডলী কেওড়াপুকুর থেকে পরিচালিত হতো। এছড়াও দক্ষিণের সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চল মন্ডলীগুলি। ৪ঠা নভেম্বর ১৯১৬ খৃঃ কেওড়াপুকুর মিশনারী সংস্কার করা হয়

রেভারেন্ড হেনরী টওনলে (Rev. Henry Townley) টালিগঞ্জে মিশন কাজ শুরু করেন এবং তিনি প্রথম কেওড়াপুকুর ও সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন।

সেন্ট পল'স চার্চ, কেওড়াপুকুর

৬ টাকা দিয়ে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কেওড়াপুকুর প্রথম খৃষ্টীয় মেলা শুরু হয় ১১-১২ এপ্রিল ১৯৩৪ খৃঃ। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মিশন হাউস পুনর্নির্মাণ করা হয় ১৯৩৬ খৃঃ ১০২ টাকা। নভেম্বর ১৯৩৬ খৃঃ কেওড়াপুকুর নাইট স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।

১৩ ই মার্চ ১৯১৭ খৃঃ LMS প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে কেওড়াপুকুর মিশন কেন্দ্র থেকে কেওড়াপুকুর দক্ষিণাঞ্চল ও সুন্দরবন মন্ডলী বিভাগ পরিচালিত হতো যেমন - গোপালনগর মন্ডলী, ফুলবাড়ীমন্ডলী, বলরামপুর মন্ডলী, গাংরাই মন্ডলী, গোসাবা মন্ডলী, রামনগর মন্ডলী, জয়নগর মন্ডল। এইসব মন্ডলীতে একজন করে পূর্ণ সময়ের পুরোহিত মান্ডলীক পরিচর্য্যা এ সেবা দিতেন।

পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবনে স্ত্রী শিক্ষা ও পুরুষ শিক্ষার নবজাগরণ ঘটেছিল কেওড়াপুকুর মিশনের জন্য। তাই কেওড়াপুকুর মিশনের সামাজিক অবদান চির স্মরণীয়। ১৮৬১ খৃঃ রেজিস্টার ও রেকর্ড অনুযায়ী - খৃষ্ট মন্ডল নামে প্রথম কেওড়াপুকুরের স্থানীয় হিন্দু লোক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৫৬ খৃঃ অনেক আগে। তার পরিবারে আরো ৩ জন ১৮৬১ খৃঃ ধর্মান্তরীত হন। এই বছরে ধর্মান্তরীত হন - ১. পদ্মা ধাড়া (৬৬ বছর) সজনাবেড়িয়া ২. দ্রৌপদী (৫৫ বছর) রামমাখাল চক এবং আরো ২৫ জন এই গ্রামের।

১৮৫৬ খৃঃ কাওড়াপুকুর থেকে যেসব সংলগ্ন অঞ্চলে লন্ডন মিশনারী সোসাইটি খৃষ্টধর্ম প্রচার করে বিভিন্ন স্ত্রীপুরুষকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরীত করেন এবং ছোটো গ্রামীন মন্ডলী স্থাপিত হয় এর ফলশ্রুতিতে। যেমন - কেওড়াপুকুর, সজনাবেড়িয়া, রামমাখাল চক, গাংরাই, দুর্গাবাড়ী, কেয়াপুকুর, আলতাবেড়িয়া, চক নীতাই, বালিয়াহাটি, কালিপুকুর, রঘুনাথপুর, করিমচক, ঠাকুরাণী চক, কৃষ্ণনগর, মতিঝিল, বারুজ্জের চক, ফুলবাড়ী, তালপুকুর, কুনাবাটি, বাসধানি (বাঁশদ্রোণী) বাগেশ্বর, রামনগর।

সেন্ট পল'স চার্চ, কেওড়াপুকুর

১৮৫৬ সালে সাধু পৌল চার্চ ইংল্যান্ড মিশনারীদের দ্বারা স্থাপীত হয়। ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হলেও পাঁচ বৎসর সময় অতিবাহিত হয় প্রথম জনকে বাপ্তিস্ম দিতে। Pudda Dharah নামক একজন মানুষ ১৮৬১ সালের মার্চ মাসের তিন তারিখে আচার্য্য T.P. Chatterjee দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহন করেণ। প্রথমে এটি মাটির গীর্জাঘর ছিল। পুনরায় ১৯৭৯ সালে এই গীর্জাঘরটি পাকা হয়। তৎকালীন বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপ Rt. Rev. Dinesh Chandra Gorai মহাশয়ের পরিচালনায় এই পাকা গীর্জাঘরটি ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসের ৪ তারিখ নূতন করে উৎসর্গ করা হয়। বর্তমানে এই চার্চের সদস্য/সদস্যার সংখ্যা ২১৩৩ জন তার মধ্যে প্রভুর ভোজ গ্রাহীর সংখ্যা ১৭০৪ জন। প্রভুর ভোজ গ্রহণ করেনা বা শিশুদের সংখ্যা ৪২৯ জন। অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল। অধিকাংশ মানুষ দীনমজুর। শতকরা ২জন মানুষ ব্যবসা করে শতকরা ২ জন মানুষ চাকুরিজীবি। সান্ডেস্কুল হয়। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ১৬৩ জন। মহিল সমিতি আছে তার সদস্যা সংখ্যা ৫৫ জন। প্রতি রবিবারে গড়ে ২৬০-২৭০ জন মানুষ উপস্থিত থাকে। দুইজন পূর্ণ সময়ের পুরোহিত বর্তমানে পরিষেবা দাণ করছেন।

সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ, রাজারামপুর

St. Francis Church - Rajarampur, এই চার্চটিও ইংল্যান্ডের লন্ডন মিশনারী সোসাইটির মিশনারীদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এরও স্থাপিত সাল ১৮৫৬। বাসা বলে একজন মানুষ ১৮৬১ সালের মার্চ মাসের ৩ তারিখ আচার্য T.P. Chatterjee মহাশয়ের দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। অধিকাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবি। বর্তমানে অধিকাংশ কৃষিজীবি মানুষ দীন মজুরের কাজ করে। সরকারী চাকুরীজিবি মানুষ একজনও নাই। বেসরকারী অফিসে দু-একজন কাজ করে। কয়েকজন ব্যবসা করে। আর্থিক দিক থেকে এরা খুব দুর্বল। এখানে সর্বমোট লোক-সংখ্যা ৪৮৬ জন। এর মধ্যে প্রভুর ভোজ গ্রাহীর সংখ্যা - ৪০৯ জন শিশু আছে বর্তমানে ৭৭ জন। এখানে নিয়মিত সান্ডেস্কুল হয়। মহিলা সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩১ জন। সান্ডেস্কুল আসে ৭০ - ১৩০ জন। রবিবাসরীয় উপাসনায় গড় হাজিরার সংখ্যা - ১২৫ - ১৩০ জন। অতীতে এই গীর্জাঘরটি মাটির থাকলেও বর্তমানে পাকা করা গেছে।

সেন্ট পল'স চার্চ, খড়িবেড়িয়া

কেওড়া পুকুর পাস্টোরেটের অধীন সব থেকে ছোট চার্চ এটি। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে এখানে বিশ্বাসী গণ আছেন। মূলত এটি ছিল এংলিকান চার্চ। প্রথমে এটি মাটির দেওয়াল থাকলেও ১৯৭৮ সালে যখন বানানো হয়। তখন এই চার্চ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়ে ও তৎকালীন বারাকপুরের বিশপ রাইট রেভাঃ দীনেশ চন্দ্র গড়াই মহাশয়ের উদ্যোগে এটি পাকা চার্চে পরিণত হয়। ১৯৭৯ সালে এই চার্চ পুনঃ উৎসর্গীকৃত করা হয়। বর্তমানে এই চার্চের সভ্য/সভ্যার সংখ্যা ৭৯ জন। প্রভুর ভোজ গ্রাহী হচ্ছে - ৬৮ জন। শিশু ১১ জন। এই মন্ডলীর কোন সভ্যই বর্তমানে সরকারী চাকুরী করেন না। বেশীর ভাগই দিনমজুর। কেউ কেউ ব্যবসার মধ্যে যুক্ত আছেন।

সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ, রাজারামপুর

সেন্ট পল'স চার্চ, খড়িবেড়িয়া

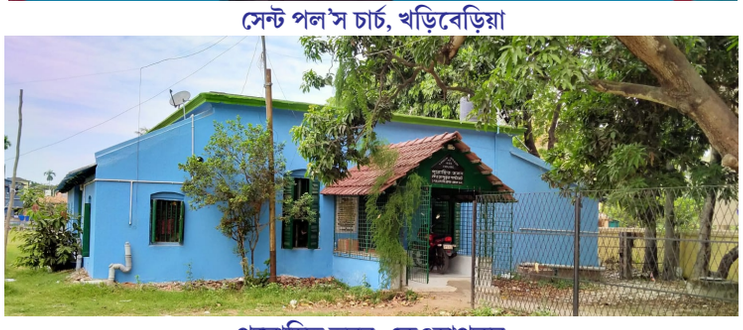
পুরোহিত ভবন, কেওড়াপুকুর

বিষ্ণুপুর সি. এন. আই চার্চ

১৯৭০ সালে এই চার্চ গঠিত হয়। মূলত এই চার্চের সভ্য/সভ্যাগণ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে যখন CNI হয় সেই সময় ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের কিছু মানুষ তারা CNI চার্চে যোগ দেন। অস্থায়ী চার্চ তৈরী করে সেখানে তারা উপাসনা করতে শুরু করে। ব্যারাকপুর ডায়োসিসের অধীন কেওড়াপুকুর পাষ্টরেট তাদের পরিচর্য্যা দিতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা শ্রী ললিত কুমার মন্ডল মহাশয়ের নিকট থেকে জমি খরিদ করে পাকা চার্চ তৈরী করা হয়। ১৯৮০ সালে ৭ ই নভেম্বর বিশপ গড়াই তখন ডেপুটি মডারেটর তার নেতৃত্বে এই চার্চের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে এই চার্চের সদস্য/সদস্যা সংখ্যা ২২৮ জন। প্রভুর ভোজ গ্রাহী সভ্য/সভ্যার সংখ্যা ১৮৬ জন শিশু ৪২ জন। সরকারী চাকরি করে ৪ জন। ব্যবসা করেন ৬ জন। আর বাকী হচ্ছে দীণমজুর। সান্ডেস্কুল ও মহিলা সমিতি আছে।

খৃষ্টীয় কালভেরী উপাসনালয়, গোপালনগর

Christio Kalvery Upasanaloy, Gopal Nagar। এই চার্চের সদস্য / সদস্যা গণ পূর্বে ST. Francis Church Rajarampur এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে 1986 সালে এই চার্চটির প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথমে এটি মাটির গীর্জাঘর ছিল। 1991 সালে এই গীর্জাঘরটি পাকা করা হয়। বর্তমানে এই চার্চের বিশ্বাসীর সংখ্যা 238 জন। প্রভুর ভোজ গ্রাহী সদস্য আছে 166 জন। শিশু আছে 72 জন। সান্ডে স্কুল নিয়মিত হয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 30 জন। মহিলা সমিতি আছে। সদস্যার সংখ্যা 12 জন। অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। কারণ সকলেই দীনমজুর। কোন চাকুরীজীবি বা ব্যাবসায়ী মানুষ নেই। গীর্জাঘরে বসার জন্য নিজেদের কোন রাস্তা নেই। অন্যদের জমির উপর দিয়ে গীর্জাঘরে যেতে হয়।

ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতদের তালিকা

1. Rev. T.P. Chatterjee - 1861
2. Rev. R.W. Shamson - 1883
3. Rev. John. P. Ashton - 1883
4. Rev. J.G. Tailor - 1883
5. Rev. T.K. Chatterjee - 1883
6. Rev. J.P. Ashton - 1884
7. Rev. S.B. Ghosh - 1889
8. Rev. W.G. Brockway - 1889
9. Rev. W.B. Philip - 1892
10. Rev. J.P. Ashton - 1892
11. Rev. W.R. Lequesal - 1893
12. Rev. K.P. Banerjee - 1893
13. Rev. Jas. H. Brown - 1898
14. Rev. K.P. Banerjee - 1895
15. Rev. W.R. Simson - 1898
16. Rev. K.P. Banerjee - 1901
17. Rev. Santosh Pramanik - 1901
18. Rev. G.C. Dutta - 1902
19. Rev. W.R. Simson - 1902
20. Rev. K.P. Banerjee - 1902
21. Rev. A. Warra - 1905
22. Rev. K.P. Banerjee - 1908
23. Rev. N.C. Ray - 1913
24. Rev. Jas. H. Brown - 1916
25. Rev. K.P. Banerjee - 1917
26. Rev. M.L. Mitra - 1927
27. Rev. Vaghan Rees - 1930
28. Rev. G.C. Dutta - 1931
29. Rev. Hilary A. Wilson - 1931
30. Rev. S.K. Chatterjee - 1931
31. Rev. G.C. Dutta - 1932
32. Rev. K.P. Banerjee - 1932
33. Rev. G.C. Dutta - 1933
34. Rev. Vaghan Rees - 1933
35. Rev. S.K. Chatterjee - 1936
36. Rev. B.C. Dutta - 1936
37. Rev. Vaghan Rees - 1941
38. Rev. S.K. Adhikary - 1944
39. Rev. R.B. Mitra - 1946
40. Rev. S.K. Ghosh - 1946
41. Rev. P.C. Mondal - 1952
42. Rev. J.K. Mondal (Ast.) - 1952
43. Rev. Sudhangsu Ghosh - 1975
44. Rev. Pratap Chandra Mondal - 1979
45. Rev. Ranajit Mondal - 1979
46. Rev. Santosh Kr. Halder - 1979
47. Rev. Nilmoni Mondal - 1981
48. Rev. Sanat Paul - 1981
49. Rev. Nirod Baran Neye (Ast.) - 1988
50. Rev. Brojen Malakar - 1990
51. Rev. W.P. Mondal - 1992
52. Rev. Benjamin Shani - 1992
53. Rev. Achal Kr. Naru - 1997
54. Rev. Amar Jyoti Guria - 2003
55. Rev. Sanat Paul - 2007
56. Rev. Anup Lee (Ast.) - 2008
57. Rev. Goutam Sardar (Ast.) - 2009-23
58. Rev. Miran Kr. Mondal - 2009
59. Rev. Dipendu Pramanik - 2022 - Present.

খৃষ্টীয় কালভেরী উপাসনালয়, গোপালনগর

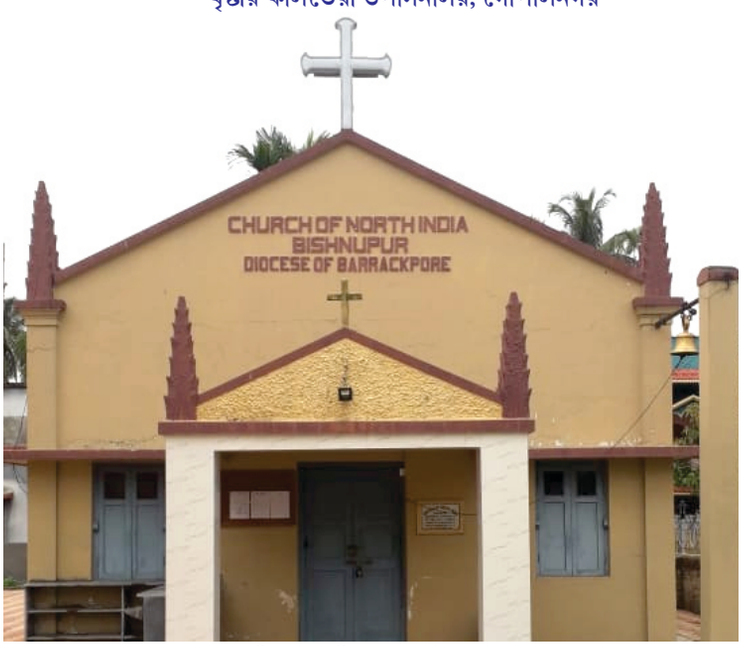

বিষ্ণুপুর সি. এন. আই চার্চ

Send in your contributory articles along with photographs to:
Tell It Out
Bishop's Lodge, 86, Middle Road, Barrackpore, Kolkata - 700120, West Bengal India.
Office phone no: +91 33 2592 0147; Email: tellitout@rediffmail.com
+91 7501556971
Website: dioceseofbarrackpore.org.in

The Editor reserves the right to edit contributory articles.
Published by: The. Rt. Revd. Subrata Chakrabarty, Bishop, Diocese of Barrackpore Church of North India
Edited by: Mr. Johnson Sandip of the Diocese of Barrackpore, CNI